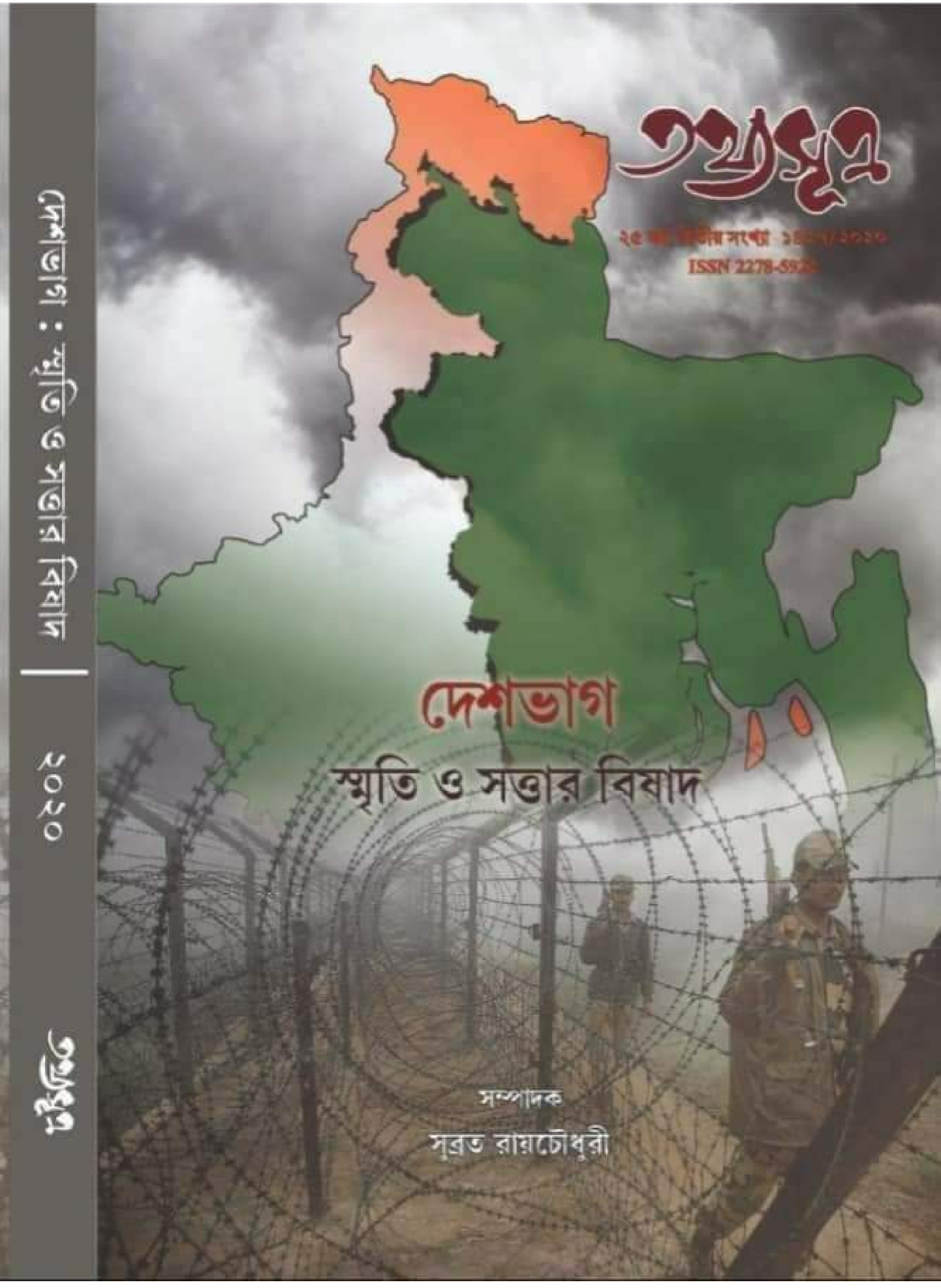
তথ্যসূত্র
দেশভাগ
স্মৃতি ও সত্তার বিষাদ
সম্পাদক
সুব্রত রায়চৌধুরী
দেশভাগ : স্মৃতি ও সত্তার বিষাদ
২০২০

সূচিপত্র

দেশভাগ ঃ অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত ঃ গৌতম সান্যাল ◆ ৭

দেশভাগ এবং সংস্কৃতির রূপান্তর ঃ সত্য গুহ ◆ ১৯

দেশভাগ ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির রাজনীতি ঃ সুব্রত রায়চৌধুরী ◆ ২৯

দেশভাগ ও ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ মজিদ মাহমুদ ◆ ৩৮

দুই বাংলার চলচ্চিত্রে দেশভাগের অভিঘাত ঃ প্রসূন মাঝি ◆ ৫০

দেশভাগ ঃ নারীমুক্তির অন্য ইশারা ঃ বিকাশ রায় ◆ ৫৫

উপন্যাসে উদ্বাস্তুদের ইতিকথা ঃ সায়নী রাহা ◆ ৬২

ছিন্ন মানচিত্রের খোঁজে ঃ সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় ◆ ৭৫

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ঃ নারীমুক্তির রূপান্তর ঃ সোমা ভদ্র রায় ◆ ৮৪

দেশভাগের আখ্যান ঃ নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ঃ অনিকেত মহাপাত্র ◆ ৯০

'খোয়াবনামা' ঃ দেশভাগ, তেভাগা ও স্বপ্নভঙ্গের মিশ্রণ ঃ রিংকি মহাপাত্র ◆ ৯৮

দেশভাগের আগে-পরে ঃ 'কেয়াপাতার নৌকো' ঃ নিলয় বকসী ◆ ১০২

'আগুনপাখি' ও 'দয়াময়ীর কথা' ঃ দুই ভিন্নধর্মী নারীর আত্মকথন ঃ অঞ্জনা ঘোষ ◆ ১১৪

সবিতা রায়চৌধুরীর কথাসাহিত্যে দেশভাগ ঃ সুশান্ত ঘোষ ◆ ১৩২

'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ঃ দেশভাগের মহাকাব্যিক সময়সারণি ঃ মিল্টন বিশ্বাস ◆ ১৩৯

সুলেখা সান্যালের গল্পত্রয় ঃ দেশবিয়োগের ক্ষোভ বিক্ষোভ ঃ বিপ্লব বিশ্বাস ◆ ১৬৪

গল্পে দেশভাগ ও চাপান উতোরের রোজনামচা ঃ দেবাঞ্জন মিত্র ◆ ১৭১

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' ঃ দুই বাংলার এক মিলিত জীবনশয্যা ঃ উপকথা দে ◆ ১৭৯

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ 'হলোকস্ট' ঃ অমিত কর্মকার ◆ ১৮৪

ছোটগল্পে দাঙ্গা ও দেশভাগ ঃ নূর কামরুন নাহার ◆ ১৯১

দেশভাগ, প্রব্রজন ও অসমের বাংলা সাহিত্য ঃ দীপেন্দু দাস ◆ ২০৯

'রাজা আসে রাজা যায়' ঃ প্রেক্ষিত দেশভাগ ঃ রানা ভট্টাচার্য ◆ ২২১

খণ্ডিত আকাশ ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার' ঃ সুকন্যা রায়চৌধুরী ◆ ২২৪

নীরেন্দ্রনাথের নীরবিন্দু ঃ 'তোমাকে বলেছিলাম' ঃ শাক্য সেন ◆ ২২৮

ভাঙা দেশের স্মৃতি ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা ঃ সিদ্ধার্থ সেন ◆ ২৩২

দেশভাগ ঃ ইতিহাস বনাম স্মৃতি ঃ সম্পদ দে ◆ ২৪২

দেশভাগের আগে-পরে : 'কেয়াপাতার নৌকো'

নিলয় বকসী

এক.

জন্মভূমির নামে কী মানুষের বুকে দুলতে থেকে আবেগের কোনো নদী! দেশ বলতে কী শুধু বোঝায় পৃথিবীর একখণ্ড জায়গা, জমি কিংবা ভৌগোলিক অঞ্চল! নাকি, দেশ বেঁচে থাকে মানুষের অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে! ভালোবাসায় অথবা স্মৃতিতে। রক্তধারার স্রোতে আর হৃদস্পন্দনে! দীর্ঘদিন বসবাস করলেই কোনো দেশের নাগরিক না হলেও, বাসিন্দা হওয়া যায়। কিন্তু, সে দেশের আকাশ, বাতাস, জল, মৃত্তিকাকণা আর প্রকৃতির ভেতরে ছড়িয়ে থাকে যে বিচিত্র প্রাণের অনুভূতি – তাদের হৃদয় দিয়ে আদৌ কী ছোঁয় যায়! দেশকে মর্মের ভিতরে পাওয়া হয়ে ওঠে কী কখনো! একান্তে, বিষাদে বা গাম্ভীর্যে, সুখ-দুঃখের লক্ষধারায় দেশকে আপন করে নেওয়া যায় কী – নিতান্ত আপনজনের মতো!

সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়ের লেখা 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসটি দেশভাগের এক জীবন্ত নকশা, ছিন্নমূল ও সর্বহারা উদ্বাস্তু মানুষদের মর্মবিদারী কান্নার করুণ সংহিতা। দেশভাগের বিপর্যয় দুঃস্বপ্নের মতো মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি আর স্বাভাবিক জীবনের ছন্দকে কীভাবে নষ্ট করে দেয়, এখানে লেখক তা দেখিয়েছেন। প্রফুল্ল রায়ের জন্ম হয় পশ্চিমবঙ্গের ডায়মণ্ডহারবারে। জন্মের কিছুদিন পর বাবার সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন তিনি। মামাবাড়িতে থাকা শুরু হয়। ছেলেবেলা থেকে যৌবনবয়স পর্যন্ত বেড়ে ওঠার সূত্র ধরে পূর্ববাংলার স্মৃতি তাঁর অস্থিমজ্জায় একেবারে গেঁথে যায়। জল-মাটির দেশ পূর্ববঙ্গকে না জানলে, অখণ্ড বাংলাকে হয়তো ঠিকভাবে চেনা যায় না। ওপার বাংলাকে চিনতে চিনতেই সমগ্র বঙ্গদেশকে চেনা শুরু হয় প্রফুল্ল রায়ের।

নিঃসঙ্গ এই মানুষটি ছিলেন স্বভাবত বোহেমিয়ান। নিজের ভেতরে সর্বদাই টের পেতেন ঘরছুট এক ভবঘুরে মানুষের অস্তিত্ব। ছেলেবেলায় অবসর পেলেই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে কখনো পায়ে হেঁটে গ্রামের নানাপ্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো আবার 'গয়নার নৌকো' কিংবা মোটর লঞ্চেও চড়ে বসতেন। পূর্ববাংলার গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পাখি, নদী-খাল-বিল, অসীম আকাশ, সীমাহীন ধানক্ষেত, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির অনবরত সাজবদল – কোনোকিছুই এই মুগ্ধমতি মানুষটির নজর এড়াত না। ভূমিহীন কৃষাণ, 'গয়নার নৌকো'-র মাঝি, ধলেশ্বরী বা পদ্মার মাছমারা কিংবা 'বেবাজিয়া', গরীব মুসলমান – এমনি সব মানুষদের জীবনযাত্রা, কথাবলার ভঙ্গি, প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রয়াস – সবই তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। এইভাবে ক্রমশ অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল লেখকের। পূর্ববাংলার প্রকৃতির পাশাপাশি, নানা পটভূমিতে মানুষকে আবিষ্কার করার নেশায় বারে বারে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি।

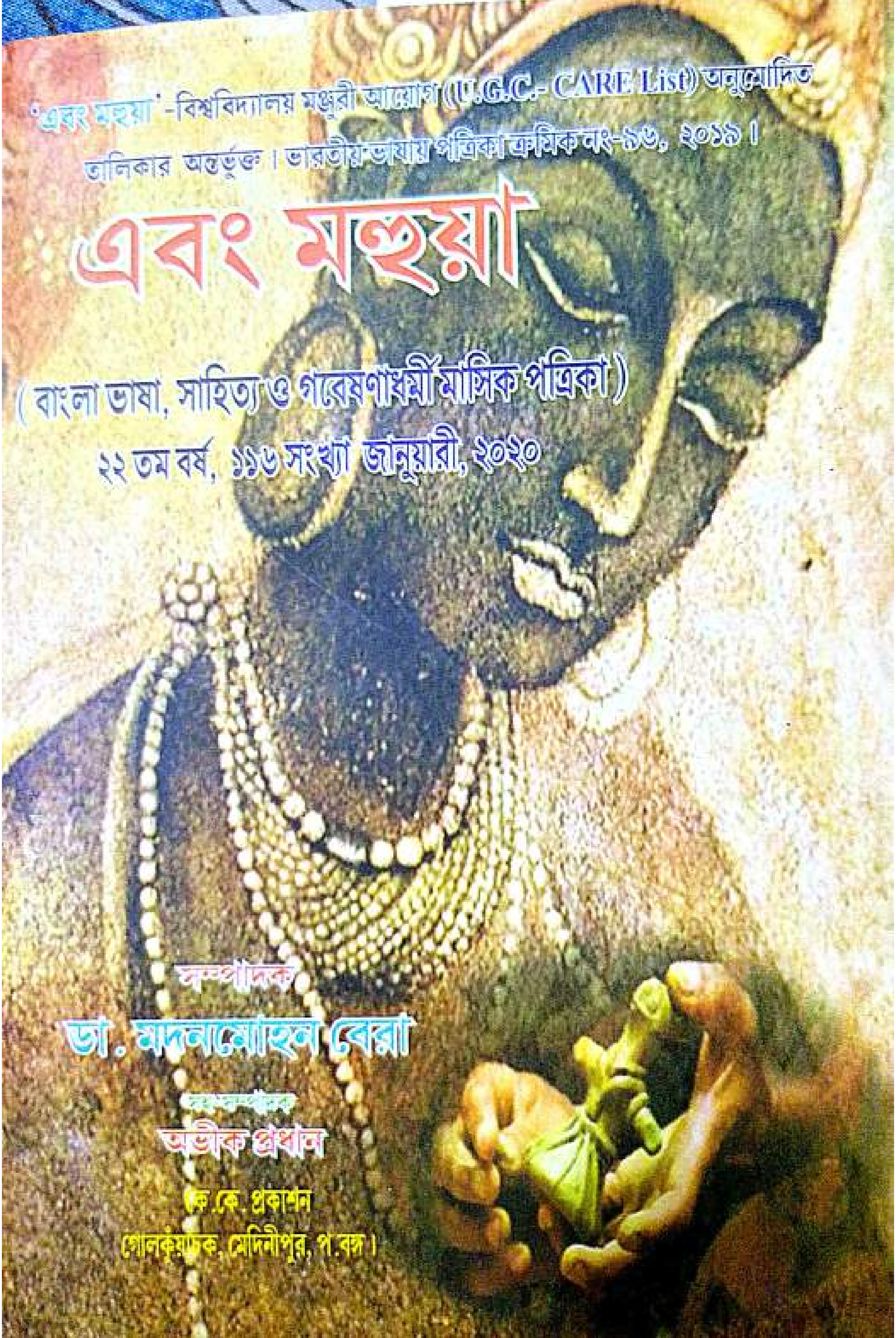

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৬ সংখ্যা জানুয়ারী, ২০২০

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

সহ-সম্পাদক

অভীক প্রধান

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

‘এবং মহুয়া’ -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১4টির মধ্যে),

বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৬ (বিশেষ) সংখ্যা

জানুয়ারী,২০২০

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক

অভীক প্রধান

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।

গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে শ্মশানচারী চরিত্র

ড.শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে শ্মশান প্রসঙ্গ এবং প্রেক্ষিত-তাৎপর্যে শ্মশানের উপস্থিতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস থেকে যাত্রা শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' ছোটগল্প হয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্করের ছোটগল্পেও তার উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করার মত। বাস্তবিক, সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শ্মশান। সাহিত্যে তার উপস্থিতি অস্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার মূলধারার কথাসাহিত্যে বাংলার শ্মশান এক একজন লেখকের দৃষ্টিতে, শিল্প ভাবনায় তার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে অদ্যাবধি বাংলা কথাসাহিত্যেও এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে দেখি কাহিনীর প্রধান চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত, অথবা কখনও দেখি কাহিনীর মূল আকর্ষণীয় আখ্যান শ্মশান প্রেক্ষিতেই বুনেছেন লেখক। উদাহরণ যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কিশোর ও সন্ন্যাসিনী'[১], গৌতম ঘোষ দস্তিদারের 'বশীকরণ'[২] প্রভৃতি উপন্যাস ও ছোটগল্প। লেখক অবধূতের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'(১৩৬৩)[৩] নামে আদ্যন্ত একটি শ্মশান বিষয়ক উপন্যাসই রয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের নির্বাচিত চারটি ছোটগল্পের কিছু শ্মশানচারী চরিত্র। এই চরিত্রগুলির নির্মাণ, গল্পের বিষয়, কাহিনীর গঠন সবই ভিন্ন ভিন্ন। লেখক কোন গল্পে সরাসরি বর্ণনাতে শ্মশানকে এনেছেন ('শ্মশানঘাট'), কোন গল্পে আবার কেন্দ্রিয় চরিত্রের সঙ্গে শ্মশান অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে ('ছলনাময়ী', 'চন্ডী রায়ের সন্ন্যাস')। সুতরাং, আমরা গল্পগুলি বিশ্লেষণের আগে লেখকের বাস্তব শ্মশান ভ্রমণ প্রসঙ্গে কিছু জরুরী কথা বলে নিতে পারি।

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের আত্মজীবনী 'আমার সাহিত্য-জীবন'[৪] গ্রন্থের 'নয়' ও 'তের' সংখ্যক পরিচ্ছেদ অনুধাবন করলে পাঠক মাত্রেই লেখক জীবনের শ্মশান বিষয়ক কয়েকটি ঘটনা সূত্রের যোগ খুঁজে পাবেন। প্রথম ঘটনাটি ১৯৩২সালে তাঁর ভয়ঙ্কর উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানে গমন ও রাত্রিবাস অভিজ্ঞতায় বর্ণিত।[৫] এরা সঙ্গে স্নানঘাটের পরিবেশ, শ্মশানের নৈসর্গিক পরিবেশ প্রভৃতি থেকে তাঁর একটি ছোটগল্প রচনার অনুপ্রেরণা[৬] প্রভৃতির উল্লেখ। দ্বিতীয় ঘটনা, ঠিক তার 'দিন পনের' পরে লেখক কন্যা বুলুর অকাল প্রয়াণ জনিত ব্যক্তি মানুষ তারাশঙ্করের জীবন দর্শনের পরিবর্তন।[৭] তৃতীয় ঘটনা কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ এবং কবি ও লেখকের যোগাযোগের হেতু 'শ্মশানঘাট' ছোট গল্পটি–এমন কথা লিখেছেন তারাশঙ্কর।[৮] তাঁর শাক্ত তন্ত্রমতে দীক্ষা নেওয়ার তীব্র বাসনা প্রভৃতির উল্লেখ এই বর্ণনা অংশেই রয়েছে। সুতরাং, এই ঘটনাক্রমগুলি থেকে কন্যা মৃত্যুর প্রসঙ্গটিকে সরিয়ে নিলে দেখা যায় বাদবাকি

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৩ পৃ. তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৫ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০২০

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৫ সংখ্যা
অক্টোবর,২০২০

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা
সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

এমন দিন কবে হবে তারা : প্রসঙ্গ 'বীরাঙ্গনা কাব্য'র তারা চরিত্র

ড. শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ১২৬৮ সালের ১৬ ফাল্গুন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়কে 'যথোচিত সম্মানের কহিত' 'বীরাঙ্গনা কাব্য' উৎসর্গ করেন কবি। এই কাব্য রচনার সময় তিনি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে একটি চিঠিতে লিখেছেন "...within the last few weeks, I have been scribbling, a thing to be called' 'বীরাঙ্গনা' i.e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their Lovers or Lords. There are to be twenty-one Epistales, and I have finished eleven' এই চিঠি থেকে স্পষ্ট হচ্ছে একুশটি পত্র রচনা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু 'I have finished eleven' এই কথা আর প্রকাশিত গ্রন্থটির মধ্যে প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যাতেই স্পষ্ট যে একুশটি পত্র তিনি লেখেন নাই। মাত্র একাদশটি পত্রই লিখেছেন। প্রতিটি পত্রের শিরোনামে সংখ্যার সঙ্গে 'সর্গ' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। কারণ এটি কাব্যগ্রন্থ। প্রতিটি পত্রের মধ্যে কাব্যভাব-সংহতি সুচক একাদশটি সর্গ শব্দের মধ্যে বিধৃত। প্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের বীর পত্রাবলীর (হিরোইক এপিস্টেল) আদর্শে ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণের নারী চরিত্র অবলম্বনে বীরাঙ্গনা কাব্য রচনায় ব্রতী হন। কিন্তু পাশ্চাত্যের কবি ওভিদের ভাবাদর্শ অনুসরণ করেছেন মাত্র, অনুকরণ করেন নাই। প্রাচ্যের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত, পুরাণ ও কালিদাসের নাটক থেকে চরিত্র অবলম্বনে বীররস ও মধুর রসের অপূর্ব সমন্বয়ে রচনা করেন বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পত্র-কাব্য 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। ওভিদের হিরোইক এপিস্টেল বা বীরপত্রাবলীর পত্রাকারে কাব্য রচনার স্টাইল বা রীতির মধ্য বীরাঙ্গনায় ভারতীয় নারী চরিত্রের প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেম, নিষিদ্ধ প্রণয়, প্রতিবাদ-অভিযোগ প্রভৃতি ভাবনাসমূহ স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। একারণে, সমাজ ও ধর্মের ন্যায় নীতির প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন নারী চরিত্রগুলির গঠনে প্রাচ্যের আদর্শ অপেক্ষা পাশ্চাত্যের আদর্শ লক্ষিত হয়। শকুন্তলা তারা সূর্পণখা উর্বশী চরিত্রগুলি প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। কিন্তু প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যেই সেই প্রণয়-আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য আছে। সূর্পণখার প্রেরিত পত্র জনৈক বনচারী পুরুষকে (লক্ষ্মণ)। সে লঙ্কাধীশ রাবণের ভগ্নী। রাজসিক ভোগবিলাস ও দেহ-মন-প্রেম বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। ফলে তার মধ্যে শকুন্তলার মত প্রেমাস্পদের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার জায়গায় আছে উদ্দেশ্য পূরণের নানা প্রস্তাব। আবার তারা পাপকর্ম জেনেও নিজ প্রাণমনে উপলব্ধ নিষিদ্ধ প্রেমকে প্রকাশ করতে

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষার পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৩, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২০ সংখ্যা, এপ্রিল, ২০২০

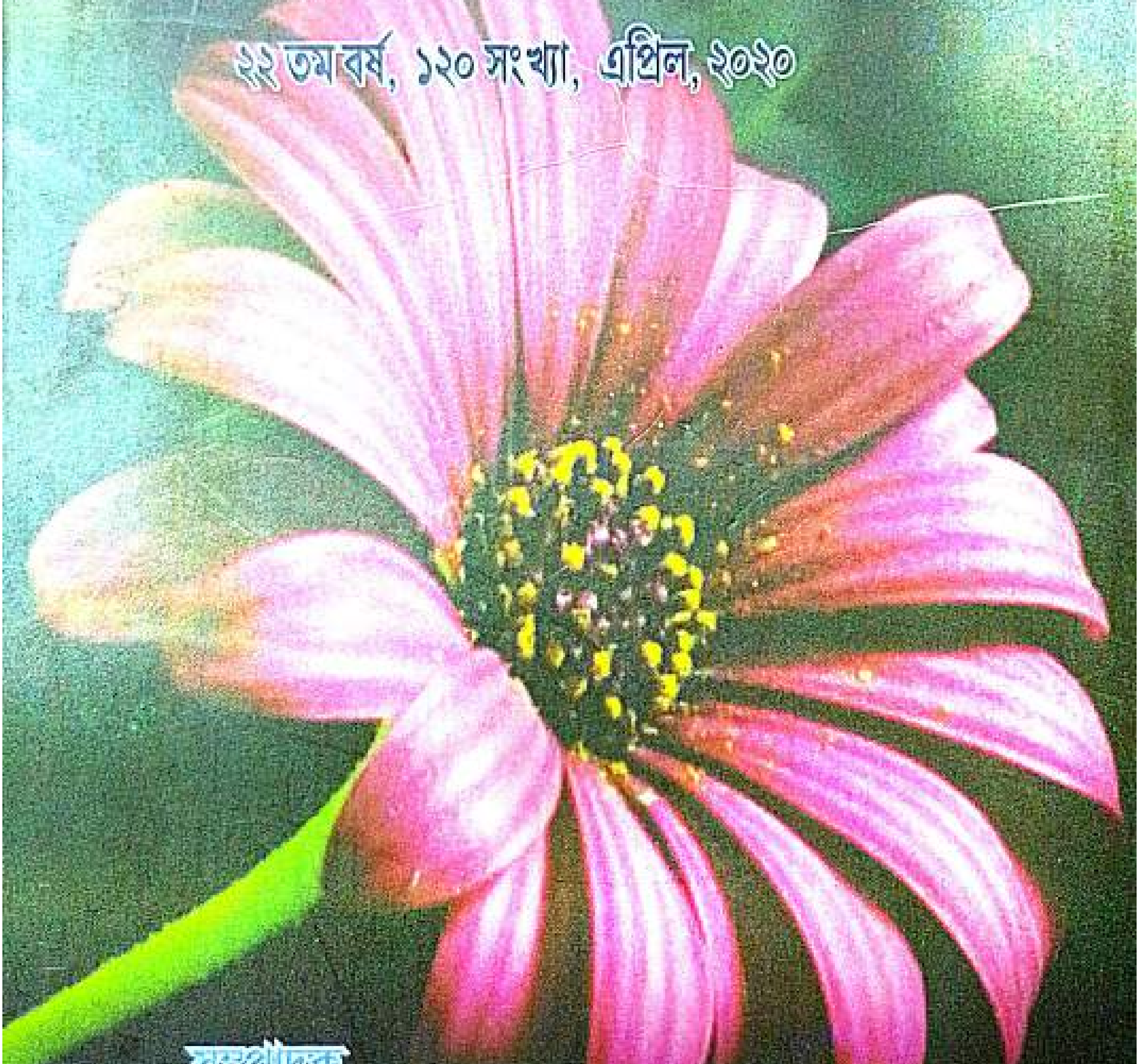

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১৪টির মধ্যে),
বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২০ সংখ্যা
এপ্রিল, ২০২০

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর, ৭২১১০১, জেলা-প. মেদিনীপুর, প. বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

বিষয় অণুগল্প এবং পাঁচটি অণুগল্পের সংকলন গ্রন্থ

ড.শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

অণুগল্প শব্দটি বর্তমান কালে আবিষ্কার এমন নয়। এমন নয় যে এ রকম বিশেষ ধারার গল্প বাংলা ভাষায় আজকাল লেখা হচ্ছে। আগে কখনো লেখা হয়নি এমনও নয়। ছোট গল্পের একটি বিশেষ ধরণ বা শাখা হিসেবে অনেক আগেই এই ছোট সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। বনফুলের 'পোষ্টকার্ডের গল্প' তার প্রমাণ। অণুগল্পকে পোষ্টকার্ড স্টোরি বললেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ এই বিশেষ প্রকরণের গল্পে ক্ষুদ্রায়তন অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইংরাজীতে ফাইভ মিনিউটস স্টোরি বাংলায় ছোটগল্প এবং সর্বাধিক প্রচলিত নাম অণুগল্প, বস্তুত একটি বিশেষ ধরণের ছোটগল্প। না-কি গল্পেরই একটি বিশেষ ধারা এই অনুগল্প ? বাস্তবিক,এটিকে স্বতন্ত্র প্রকরণ হিসেবে দেখাটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, গল্পের যা যা বৈশিষ্ট্য ও শর্ত তাকে,রসিক পাঠকের কাছে কথাসাহিত্যের সাফল্য-সূত্র হিসেবে যে যে উপাদান বড় হয়ে ওঠে তা একটি অণুগল্পেও থাকে। ছোটগল্পের মধ্যে আমরা কয়েক মুহূর্ত যে চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হই,কয়েক মুহূর্তের ভেতর তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্র ধরে জীবনের দর্শনকে পারিপর্শিকতার মধ্য দিয়ে উপভোগ করি তা অনুগল্পেও বিদ্যমান। 'An Introduction to the Study of Literature'বইয়ের The Short Story পরিচ্ছেদে W.H.Hudson ছোটগল্প বিষয়ে একটি চমৎকার কথা লিখেছেন,–"But in the short story we meet people for a few minutes and see them in a few relationships and circumstances only; and while it is indeed true that concentration of attention upon a particular aspect of character may result in a very powerful impression..." উদ্ধৃত এই বাক্যগুলির মধ্যে 'attention upon a particular aspect' ও ফললাভে 'powerful impression' অর্ধবাক্যগুলিকে যদি বেদবাক্য না ধরে স্বাভাবিক ধরি,তবে দেখা যাবে যে-ছোটগল্পের মূল কথা কিন্তু তিনি প্রায় বলেই ফেললেন। কারণ উদ্দেশ্যের একমুখিনতা গল্পের যা প্রাণ তা আশ্রয় করে নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা বা চরিত্র বা ভাবনাকে। আর সেই ভাবনা বা চরিত্র বা ঘটনা ফলশ্রুতিতে ক্ষমতাশালী এক ইম্প্রেশানে নিয়ে যায় পাঠককে। এই যদি হয় গল্প রচনার অন্যতম এক কারিগরি বিদ্যা তবে অনুগল্প এই বিদ্যায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তার ক্ষুদ্রতম লিখন পরিসরে না আছে ঘর, না উঠোন,না বারান্দা। পাঠককে তার অন্দর মহলে এনে, আরাম কেদারায় বসিয়ে,ইনিয়ে বানিয়ে গল্প শোনানোর সময় নেই তার। চটপট পুরো ভান্ডার উজাড় করে দেয়। ছোট গল্পকেই বলা

এবং

মুশায়েরা

শারদীয় ১৪২৭

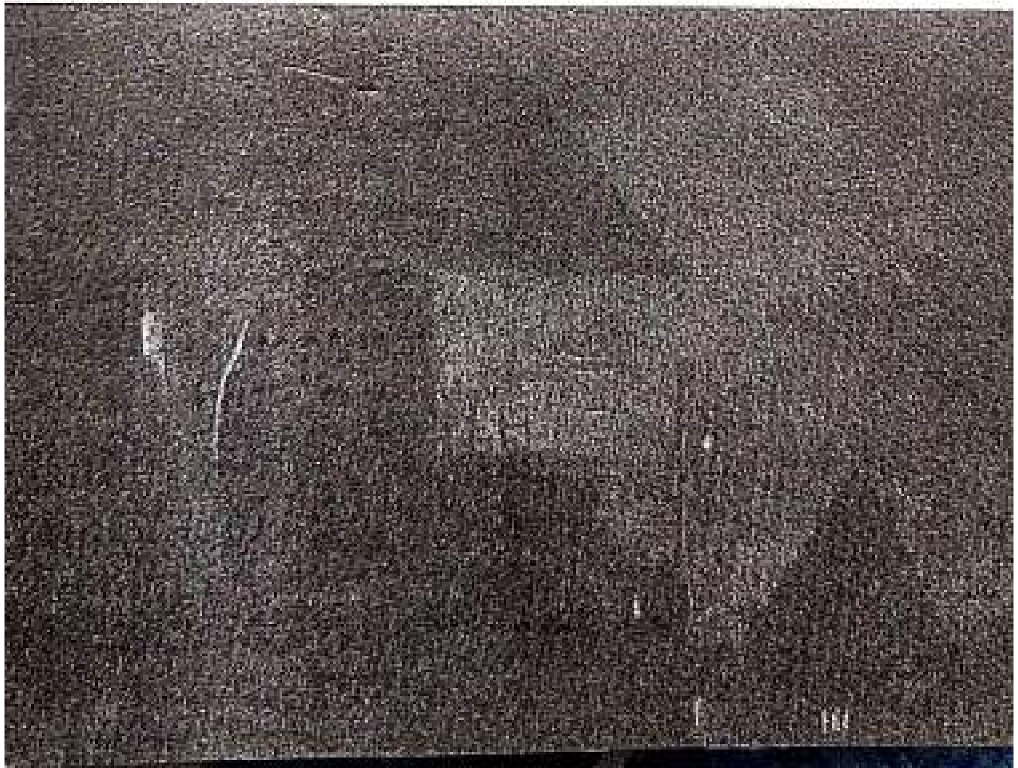

এবং মুশায়েরা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
সপ্তবিংশ বর্ষ ▫ ১ম-২য় সংখ্যা
বৈশাখ - আষাঢ় ১৪২৭ ▫ এপ্রিল - জুন ২০২০
শ্রাবণ - আশ্বিন ১৪২৭ ▫ জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২০

৮২

শারদীয় ১৪২৭

সম্পাদক : সুবল সামন্ত

৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০
দূরভাষ : ২৫১০০৭৮৭ / ৯৪৩২২৫৪৩১৩ / ৯৮৭৪৯৪৩২৫৫
E-mail: mushayera@gmail.com
Website: www.ebangmushayera.com

এবং মুশায়েরা
EBANG MUSHAYERA
An International Research Refereed & Literary Quarterly Begali Journal
Regd No. 53193/94
ISSN 0976-9307
Editor: Subal Samanta

Editorial Board & Expert Members:
Prof. Rabin Pal, Former Professor, Department of Bengali, Visva-Bharati University, Santiniketan.
Prof. Satyabati Giri, Former Professor, Department of Bengali, Jadavpur University, Kolkata.
Prof. Mrinal Nath, Former Professor, Department of Linguistics, Calcutta University, Kolkata.
Prof. Udaysankar Barma, Department of Bengali, Bidhan Nagar Govt. College, Kolkata.
Prof. Smita Sirker, Department of Philosophy, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
Prof. Barendu Mandal, Department of Bengali, Jadavpur University, kolkata.
Mr. Pabitra Ballav, Retd. Teacher, Kolkata.
Mr. Jagannath Bag, Retd. WBCS Exicutive Officer.
Mr. Ankur Saha, Engineer, Eminent Poet & Translator. California, USA.
Mrs. Manjulekha Bera, Teacher, West Bengal.

Address: 38/A/1, Nabin Chandra Das Road, Kolkata 700090
Phone No.: +91 33 25100787 / +91 9432254313 / +91 9874943255
E-mail: mushayera@gmail.com
Website: www.ebangmushayera.com

নি য় মা ব লি

'এবং মুশায়েরা' সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।
বৈশাখ থেকে বছর আরম্ভ হয়। যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১০০০ টাকা। আজীবন (১২ বছর) ১০০০০ টাকা।
প্রতিষ্ঠান বার্ষিক ১২০০ টাকা। আজীবন (১২ বছর) ১২০০০ টাকা।
নতুনদের ভালো লেখা প্রকাশে অগ্রাধিকার পায়। লেখায় লেখকের নাম ঠিকানা থাকা চাই।
টাইপ কপি বিবেচ্য। পুস্তক আলোচনার জন্য দু কপি বই পাঠাতে হয়।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৯
স্মরণ : দেবেশ রায়		
প্রয়াণলেখের বদলে	রুশতী সেন	১১
প্রবন্ধ		
প্রসঙ্গ ভাষাদর্শন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন	প্রিয়ম্বদা সরকার	১৭
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য	রবিন পাল	৩৪
তুষার চৌধুরির কবিতা	দেবাশিস মল্লিক	৪৬
গৌতম বসুর কবিতা	দেবাশিস ভট্টাচার্য	৫৪
নির্মল হালদারের কবিতা	সন্দীপ মুখোপাধ্যায়	৬০
অনীক রুদ্র-এর কবিতা	রাজন গঙ্গোপাধ্যায়	৭৩
নিখিলেশ রায়ের কবিতা	শান্তনু চট্টোপাধ্যায়	৯৮
বিশ্বায়নের বিভ্রম ও নব্বই দশকের কবি শ্রীজাত	গালিবউদ্দিন মণ্ডল	১০৮
বিভাস রায়চৌধুরীর কবিতা	শাওন নন্দী	১২৩
জেনেসিসের সাতদিন : রাকা দাশগুপ্তের কবিতা	কৃশান গুপ্ত	৩৮০
ইয়ান ম্যাকইউয়ানের *অ্যামস্টারডাম* উপন্যাস :	মিতস্তক বর্মা	১৪১
হরিশঙ্কর জলদাসের কথন ভুবন	মুনমুন ঘোষ	১৪৯
বিনতা রায়চৌধুরীর গল্প	সংহিতা সিন্‌হা	১৬৫
শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে জাদু ও বাস্তবতার...	তিলক মণ্ডল	১৭৭
তিলোত্তমা মজুমদারের গল্প	সুকল্যাণী সেনগুপ্ত	১৯৩
ঋত্বিক ঘটকের গল্পভুবন	মদনকুমার মণ্ডল	২২১
কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে দুটি ঐতিহাসিক বিশেষ সংখ্যা 'ধূমকেতু' ও 'তরুণের স্বপ্ন'	মোনালিসা দাস	২০৪
সাঁওতালি লোককথার জগৎ	শান্তি সরেন	২১১

নিখিলেশ রায়ের কবিতা

শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

নিখিলেশ রায়ের কবিতার পথে চলা শুরু প্রধানত নয়ের দশক থেকে। তারই প্রমাণ তাঁর কাব্যগ্রন্থের সঙ্কলন 'নিখিলেশ রায়ের কবিতা সংগ্রহ'। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত রচিত তাঁর দীর্ঘ চোদ্দ বছরের মোট সাতটি কাব্য এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। যথা- 'মেধার ঘরে হুনসুমারি' (১৯৯৫), 'অক্ষর ধাতুর জন্যে' (১৯৯৫), 'কর্ণের মাদুলি' (১৯৯৭), 'মিথ্যা শব্দ যত্নে রাখা' (২০০০), 'বৃষ্টি পদাবলী' (২০০১), 'রবিশস্য' (২০০৬) এবং 'বুধনি এক্কা ও অন্যরা' (২০০৯)। তাঁর এই দেড় দশকের রচনাধারায় তাঁর মনন, বিষয়ভাবনা ও মেজাজের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে। সেই পরিচয়ের মধ্যে সময়ের প্রতিবেদন আর কবিমনের চলমানতা এক হয়ে গিয়েছে। সময়ের সহযাত্রী হয়ে তাঁর কবিতা নিজের মতো করে বিষয় ও ভাবনার দিক-পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে। কবিতার ভাষায় এক ধরনের সূচীমুখিতা এবং গাঢ়তা এসেছে।

নিখিলেশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মেধার ঘরে হুনসুমারি'। এই কাব্যে কবি এক অলৌকিক মায়ার জগৎ নির্মাণ করেছেন। বিশেষ করে 'গ্রাম্যগাথা', 'মধ্যরাতে', 'শব্দ', 'সমিধকাষ্ঠ', 'সফল জীবন', 'ছায়া', 'রাজার রাজত্ব", শ্রম', 'শব্দ২' কবিতগুলোর মধ্যে। তবে তা যেন লৌকিক জগতেরই অন্য এক প্রতিভাস, স্বপ্নাবিষ্ট রাজকীয় কল্পলোক নয় কোনও। বস্তুত নিখিলেশের প্রথম এই কাব্যগ্রন্থে প্রধান যে তিনটি থিমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি-ই ধারাবাহিকভাবে তাঁর সাতটি কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে তাঁর কবিতার থিমেটিক সামগ্রিকতাটিকে গড়ে তুলেছে। যেমন, প্রথমত, নয়ের দশকের 'মেধার ঘরে হুনসুমারি (১৯৯৫)'র কবিতার অভাব-যন্ত্রণা-দারিদ্র্য-দুঃখমিশ্রিত, ভেদজড়িত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার বিক্ষিপ্ত **কবিতা**গুলো আরও পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ পেরিয়ে পরবর্তী দশকের 'বুধনি এক্কা ও অন্যরা' (২০০৯) কাব্যগ্রন্থে একটি গোটা শ্রমিক সমাজকে আশ্রয় করে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি ও যুগের প্রতিবেদনও কবির প্রথম কাব্য থেকেই বিবৃত হতে হতে কবির ষষ্ঠ কাব্য 'রবিশস্য'-এ আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত স্থানিক জনপদ-জন্মভূমি-প্রেম-প্রকৃতিনিবিষ্ট কবির নস্ট্যালজিক অভিসারিতাও প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে শেষ কাব্যগ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে। বস্তুত এই থিমগুলি নিয়েই নিখিলেশের পথ চলা, যেগুলি তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই অন্তর্বয়িত। তবে প্রায়োগিক কিছু তারতম্য নিশ্চয়ই আছে। যেমন, 'মেধার ঘরে হুনসুমারী